প্রথম আলো

29 NOV 2016

এসএসসিতে পরীক্ষা কমছে, সহজ হবে বই

শিক্ষাবিদদের সুপারিশ বাস্তবায়ন করবে মন্ত্রণালয়

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষায় শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা, চারু ও কারুকলা এবং ক্যারিয়ার শিক্ষা বাদ দেওয়া, পাঠ্যপুস্তক সহজ করাসহ মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে ১৫ দফা সুপারিশ করেছেন শিক্ষাবিদেরা। এগুলো বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গতকাল সোমবার সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষাবিদদের উপস্থিতিতে শিক্ষামন্ত্রী এসব সুপারিশ এবং এ বিষয়ে তাঁদের অবস্থান তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সুপারিশের আলোকে ২০১৯ সাল থেকে মাধ্যমিকে সব বোর্ডে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়া হবে। এ ছাড়া নবম-দশম শ্রেণির কয়েকটি বই পরিমার্জন করে আকর্ষণীয় ও সুখপাঠ্য করতে সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা নেওয়া হবে, যাতে ২০১৮ সালের পয়লা জানুয়ারির আগেই পরিমার্জিত বই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পৌঁছে দেওয়া যায়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা বলেন, মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ২৫ ও ২৬ নভেম্বর কক্সবাজারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নিয়ে সেমিনার হয়। সেখানে শিক্ষামন্ত্রীও ছিলেন। সেখানে ঠিক করা ১৫ দফা সুপারিশ জানাতেই এ সংবাদ সম্মেলন।

সুপারিশে যা আছে: এসএসসি পর্যায়ে শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা, চারু ও কারুকলা এবং ক্যারিয়ার শিক্ষা বিষয়গুলোকে পাবলিক পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত না করে এগুলো বিদ্যালয় পর্যায়ে ধারাবাহিক মূল্যায়নের সুপারিশ করা হয়েছে। তবে এগুলো যাতে বিদ্যালয় পর্যায়ে যথাযথ পড়ানো হয় এবং শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় করা হয়, সে জন্য এসব বিষয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন; কৃতিত্বের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থাসহ কার্যকর পদ্ধতি বের করতে হবে। সুপারিশে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও সৃজনশীল প্রশ্নের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে 'আইটেম ব্যাংক' করার, সব শিক্ষককে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়নে আবশ্যিকভাবে সম্পৃক্ত করার, সব বোর্ডে অভিন্ন প্রশ্নে পরীক্ষা নেওয়ার, শিক্ষার মানোন্নয়নে বাজেট বাড়ানোর কথা রয়েছে।